বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যাবলী

(১) সাধারণত ট্রাস্টের কার্যাবলী হইবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।

(২) বিশেষতঃ এবং উপরোক্ত বিধানের সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, ট্রাস্ট,

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(খ) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

(গ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন করতে পারবে।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ- এর ৪ ও ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যা স্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হতে মনোনীত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য করে সরকার কর্তৃক মোট ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠনের পর দ্বিতীয় বারের মত গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পূনর্গঠন করা হয়েছে। যেখানে মাননীয় ধর্মমন্ত্রী মহোদয় যাঁর নেতৃত্বে , মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের নির্দেশনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্টের কার্যক্রম ও কর্ম-তৎপরতা পূর্বের তুলনায় ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং ট্রাস্টের প্রচার প্রসার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি নিম্নরূপ:-

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১.	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
০২.	মি. সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া	ভাইস-চেয়ারম্যান
০৩	মি.দয়াল কুমার বড়ুয়া	ট্রাস্টি
০৪.	মি. দীপক বিকাশ চাকমা	ট্রাস্টি
০৫.	মিসেস বাসন্তি চাকমা	ট্রাস্টি
০৬.	মি. মং ক্য চিং চৌধুরী	ট্রাস্টি
০৭.	মি. খে মংলা রাখাইন	ট্রাস্টি

ট্রাস্ট তহবিল

১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার ১ কোটি টাকার স্থায়ী আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শু রু করা হয়। শু রু হতে ২০০৮ সাল পর্য ন্ত স্থায়ী আমানত ছিল ৩(তিন) কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ হতে ২০১ ৫ সাল পর্যন্ত ৪.০০ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদানের ফলে বর্তমান ট্রাস্ট তহবিলের পরিমান ৭.০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। তহবিল বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে ।

ট্রাস্টের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও বৌদ্ধ বিহার, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ের সংস্কার, মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ঢাকাস্থ সবুজবাগ থানাধীন ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার কম প্লেক্স, অতীশ দীপংকর সড়রক, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন উপ-পরিচালক,

১জন সহকারী হিসাব রক্ষকণ কর্মকর্তা, ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন অফিস সহায়ক ও ১জন ক্লিনার কর্মরত রয়েছেন।

ট্রাস্টের জেলা শাখা অফিস প্রতিষ্ঠাঃ

বর্তমান বোর্ড অব ট্রাস্টি ট্রাস্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সদাসয় সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্টের কার্যক্রম ও কর্ম-তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও অধিকতর বি স্তৃতি ঘটানোর লক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড সভার সিদ্ধা ন্ত অনুযায়ী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকায় জেলা সদরে অর্থাৎ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও বরগুনা-পটুয়াখালী অঞ্চলে ট্রাস্টের শাখা অফিস স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলা শাখা অফিসে একটি করে পাঠাগার/গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শাখা অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শাখায় ১ জন পরিদর্শক, ১ জন অফিস সহকারী এবং একজন অফিস সহায়কসহ ৩ জন করে ৬টি শাখায় মোট ১৮টি নতুনপদ সৃষ্টি করা হয়েছে যা ট্রাস্টের বিধিমোতাবেক শুন্যপদে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে, প্রত্যেক জেলা শাখা অফিসের জন্য একজন করে ৬(ছয়)টি অফিসের জন্য ৬(ছয়) জন খন্ডকালিন লোক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

ট্রাস্টের প্রধান দপ্তর ও জেলা শাখা অফিসের ঠিকানা নিম্নরূপ :-

ঢাকা প্রধান দপ্তর : ধর্মরাজিক স্কুল ভবন (৩য় তলা), ধর্মরাজিক মহাবিহার কমপ্লেক্স, অতীশ দীপংকর সড়ক, বাসাবো,সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪, ফোনঃ ০২-৭২৭২৬৪৭, E-mail : brwt2010@gmail.com.

চট্টগ্রাম শাখা অফিস : চান্দগাঁও সার্বজনীন শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্স, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

রাঙ্গামাটি শাখা অফিস: মৈত্রী বিহার কমপ্লেক্স, কাঠালতলী, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

খাগড়াছড়ি শাখা অফিস: মহাজনপাড়া জনবল বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্স, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

বান্দরবান শাখা অফিস : উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্স, উজানীপাড়া, বান্দরবান সদর, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

কক্সবাজার শাখা অফিস : টং ক্য বৌদ্ধ বিহার, ঘোনারপাড়া , কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

পটুয়াখালী-বরগুনা শাখা অফিস: আর ডি এফ ভবন, ছাতনপাড়া, তালতলী, বরগুনা।

ট্রাস্টের কার্যক্রম

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যগুলো সুচা রু রূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম-তৎপরতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্নগঠনের পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নেতৃত্বে এবং মাননীয় ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মনিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে যা দিন দিন আরও বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(১) বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয় সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদানঃ

দেশের শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের এসব বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়। গত ১৯৮৪-২০০৮ অর্থ বছরের সর্বমোট ৩ (তিন) কোটি ৬২ (বাষট্টি) লক্ষ ৫১ (একান্ন) হাজার টাকা এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ২৩৩টি বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা মেরামত ও সংস্কারের জন্য ট্রাস্ট ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে ৫০৪টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য ৩৮ (আটত্রিশ) লক্ষ টাকা , ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪৬৬টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য ৩৮ (আটত্রিশ) লক্ষ টাকা, ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ৩৯৭টি বৌদ্ধ বিহারে ৪৩ (তেতা ল্লিশ) লক্ষ টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৬৩টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য ৬৫ (পয়তাল্লিশ) লক্ষ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৪২টি বৌদ্ধ বিহারে ৭০ ল ক্ষ টাকা এবং চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের উপলক্ষ্যে ৪৫৮টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট মোট ৭ (সাত) কোটি ১ (এক) লক্ষ ৫১ (একান্ন) হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে যার ফলে বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, গত ২৯/০৯/২০১২ ও ৩০/০৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে কক্সবাজার জেলার রামু , উখিয়া উপজেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংগঠিত অনাকাঙ্খিত সহিংস ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ বৌদ্ধ বিহার সমূহকেও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ট্রাস্ট তহবিল হতে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১০(দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(২) অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান)প্রদানঃ

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে সব অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নতুন খাত সৃজন করা হয়েছে। এখাত হতে প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ১৬ জন দুঃস্থ গৃহীকে চিকিৎসার জন্য মোট ২ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(৩) শুভ বুদ্ধ পুর্ণিমা ও প্রবারণা পুর্ণিমা উযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদানঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা এবং প্রবারণা পূর্ণিমা ও দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছেন। বর্তমান সরকার ২০০ ৮খ্রিঃ থেকে ২০১ ৬খ্রিঃ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে মোট ২ (দুই) কোটি ৪ ৭ (সাতচল্লিশ) লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান পাওয়া গেছে যা ট্রাস্টি বোর্ডের সভার অনুমোদনক্রমে উক্ত অনুদানের অর্থ যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিলিবন্টন করা হয়েছে। এ অনুদানের অর্থও যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিলিবন্টন করা হয়েছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

(৪) জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ উযাপন :

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উ দযাপন করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের সুখ-শা ন্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থণার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

(৫) দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়নঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। এল ক্ষে দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(৬) বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বৌদ্ধ বিহার গুলোর মেরামতের জন্য অনুদান প্রদানের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউএনএফপি-এর অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ পর্যন্ত ৩২টি ব্যাচের (৪ দিনের) মাধ্যমে বৌদ্ধ ভিক্ষু , মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ মোট ৯৬০ জন নেতৃবৃন্দ উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন । তাছাড়া, লির্ডাস অব ইনফ্লুয়েন্স (এল ও আই) প্রকল্পের আওতায় এশিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ''জাতীয় উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ'' বিষয়ক ৩ (তিন) দিনের ৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু , মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ মোট ৩০০ জন নেতৃবৃন্দকে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

(৭) বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রমঃ

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) এর প্রকাশনা কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান। এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া, শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের উদ্যোগে **''সপ্তপর্ণী''** নামে একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১০খ্রিঃ হতে প্রতিবছর শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপল ক্ষে শুভেচ্ছা কার্ড প্রকাশ করে দেশের ব্যাক্তিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

(৮) ওয়েব-সাইটঃ

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের **''ভিশন-২০২১''** বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (www.brwt.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইটে দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকান্ড বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

(৯) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

২০০১৪-১৫ অর্থবছর হতে কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমূখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় মোট ১০০টি শি ক্ষা কেন্দ্রে ২০০০ শিশু নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করে শিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এতদব্যতীত প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পু রুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা বৌদ্ধ ধর্মীয় ক ল্যাণ ট্রস্টের এক যুগান্তকারী প্রদ ক্ষেপ যা বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সার্বিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় এ প্রকল্প গ্রহণ ও বা স্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে।

(১০) জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব উৎযাপনঃ

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গু রুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ পর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয়

উৎসবসমূহ যথাযথ জাতীয় মর্যদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীরভাবে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বঙ্গভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগীতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পাদন করে আসছে। এছাড়া, শুভ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গণভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বিক সহযোগীতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান অত্য ন্ত সফলভাবে সু-সম্পাদন করে আসছে।

(১১) বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনঃ

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সম স্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সম স্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস- চেয়ারম্যান মি. স্বজন কুমার তালুকদার চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন। সম্মানিত ট্রাস্টি মি. জ্ঞানেন্দ্রিয় চাকমা রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন করেন।

এছাড়াও, সম্মানিত ট্রাস্টি মি. জ্ঞান বিকাশ চাকমা খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন, সম্মানিত ট্রাস্টি মি. মং ক্য চিং চৌধুরী বান্দরবান জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন, সম্মানিত ট্রাস্টি মি. সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া কক্সবাজার এবং সম্মানিত ট্রাস্টি মি.অংসিট বরগুনা- পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন বিহারসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিদর্শন করেছেন।

(১২) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

আইন শৃংঙ্খলা বজায় রাখা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও এলাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে থাকেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পূর্ণাঙ্গ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ।
২। ঢাকায় একটি সার্বজনীন বৌদ্ধশ্মশান নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ।
৩। বৌদ্ধ পারিবারিক আইন প্রনয়ণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ।
৪। ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৌদ্ধবিহার ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ।
৫। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অনগ্রসর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি আরো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ।
৬। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষণ ও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ।
৭। বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্ত:ধর্মীয় সংলাপ আয়োজন করা।
৮। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জয় দত্ত বড়ুয়া. সচিব, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।